ক্ষমা

শফিকুর রহমান হিমেল

ডর্মেটরিতে ফিরে আবার একাকীত্বে পেয়ে বসে আকাশকে। ক্যাম্পাসে বেশ ভালোই কাটছিল তার । অনেক দিন পর নিজেকে মুক্ত আর স্বাধীন মনে হচ্ছিল তার এর জন্য অবশ্যই এরফানকে ধন্যবাদটা দিতে হয়। ক্যাম্পাসে যখন এরফানের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল আকাশ তখন কিন্তু বুঝতে পারেনি কতটা ভালোলাগার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সে। এখন এই ডর্মেটরির নির্জন ফাঁকা রুমটায় একা দাড়িয়ে কিছুক্ষন আগের ভালোলাগাটা গভীর ভাবে উপলব্ধি করে আকাশ।আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এরফানকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ। কিন্তু আকাশ রিসিভারটা উঠিয়ে আবার রেখে দিল। এরফান তো আর ভার্সিটির ডর্মেটরিতে থাকেনা যে এত তাড়াতাড়ি রুমে পোছে যাবে, সে তার বাবা মায়ের সাথে ভার্সিটি থেকে বেশ দুরের অন্য এক সিটিতে থাকে, কথাটা মনে হতেই ফোনটা রেখে উঠে দাড়াল।

আকাশ ভাবে, গোসলটা সেরে নিয়ে মুখে কিছু দেবে। দুপুরের ফাষ্ট ফুড তেমনটা মনপূর্ত হয়নি। আকাশ বরা বরই ভাতটায় ভালোবাসে। সকালে বের হবার সময় তরকারিটা রান্না করে বেরিয়েছিল,এখন শুধু ভাতটা চাপালেই রাতের মত আর রান্নার ঝামেলা থাকলনা। সত্যিই রান্না একটা ঝামেলা,আকাশ গত পনের দিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। প্রথম কয়েক দিন তো নিজের রান্না, নিজের মুখে দিতে রিতি মত কষ্ট হয়েছে। দেশে থাকতে মাঝে মধ্যে আকাশ যে রান্না করেনি তা না, কিন্তু এখানে এসে সব কিছু জোগার যন্তনা করে রান্না নিয়ে বসতে রিতিমত কান্না পায় আকাশের।

ভাতটা বসিয়ে বাথরুমে ঢুকে আকাশ । বাথরুমের দরজাটা লাগাতে গিয়ে নিজের রুমটার দিকে একবার তাকায়,এলো মেলো এখানে সেখানে ছড়ানো ছিটানো জামা কাপড় গুলোর দিকে তাকিয়ে আকাশের নিজেরই লজ্জা পেল, মা দেখলে কি যে কান্ড করতো, ভাবতে নিজেই হেসে উঠল, যাক মা তো আর দেখছেনা সেহেতু আর কোন ভয় নেই।বাথরুমের দরজাটা লাগিয়ে সাওয়ারটা ছেড়ে শরিরটা আলগা করে দাড়ায়, বরফ শীতল পানি কুলকুল করে বয়ে যায় সমস্ত শরির বেয়ে,তৃপ্তিতে ভরে যায় আকাশের মন। গুন গুন করে গানও ভাজতে থাকে। অনেক দিন পর আকাশ নিজেকে খুব হালকা অনুভব করে। দেশ থেকে আসার পর মনের মধ্যে একটা গুমট ভাব যে ভাবে বাসা বেধে বসেছিল তা আজ নেয়।

আকাশের দেশ থেকে আসা পনের দিন পেরিয়ে গেছে ।এই কটা দিনের সবটা সময় কেটেছে ডর্মেটরির রুমে। দেশে কাটানো হৈচৈ এর মধ্যে থেকে এখানে এসে হঠাৎ করে একাকীতৃতা আকাশকে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট দিয়েছে। রুম বারান্দা কম্পিউটার কবিতার বই এই সব তাকে সঙ্গ দিলেও এই কয়দিনের নির্জনতা তাকে হাপিয়ে তুলেছিল।

আজ ক্যাম্পাসে গিয়ে পনের দিনের অবসাদ কেটে গিয়ে নিজেকে ফিরে পেয়েছে আকাশ। আর কটাদিন এভাবে কাটাতে হলে সত্যিই পাগল হয়ে যেত। আকাশ একটু আগে আগেই দেশ থেকে চলে আসাই এমনটা হয়েছে। গত এক সপ্তাহে ডর্মেটরি ভরে উঠেছে ছেলে মেয়েতে।

আজ ক্যাম্পাসে প্রথম দিন, মানে ওরিয়েনটেসান শেষ হলো। ক্লাস শুরু হবে আগামি সপ্তাহে । আর এদিকে এরফানের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বেশ ভালোই হলো। সত্যিই আকাশ ভাবেনি আজ ওরিয়েনটেশন প্রোগামে এই রকম কারও সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠান শুরু হবার কিছুটা আগেই আকাশ নিদিষ্ট অডিটরিয়ামে গিয়ে এক কোনার চেয়ারে বসে ছিল। তার ভালোও লাগছিলনা এমন একটা পরিবেশে। সবাই হৈ চৈ করছে অনন্দ করছে কিন্তু সে কারো সঙ্গেই যোগ দিতে পারছেনা। দু একজন নিজে এসে পরিচিত হয়েছে কিন্তু নামটা যেনে তারা নিজেদের নাম জানিয়ে, এক্সকিউজ বলে আবার ফিরে গেছে । একটা সম্পুর্ন ভিন্ন কলচার আর গন্ডি থেকে এসে এই জগৎ টা আকাশকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। কিছুটা বিরক্ত হয়েই উঠে দাড়ায় আকাশ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এখনো অনুষ্ঠান শুরূ হতে কিছুটা সময় বাকি। অডিটরিয়াম থেকে বেরিয়ে বাহিরে এসে দাড়িয়ে। ভার্সিটি ক্যাম্পাসটা খুব সুন্দর মনে হলো তার । সমান সাইজের ঝাকড়া সবুজ গাছ গুলো ছোট বড় সরু রাস্তা

গুলোকে নিবির করে ঢেকে রেখেছে। একেঁ বেঁকে সরু রাস্তা গুলো নিবির সবুজের ছায়ায় চলে গেছে বিভিন্ন ডিপাটমেন্টের দিকে।

অডিটরিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা সস্তি পায় আকাশ। আশপাশটা দেখে নেয় যতটা দেখা যায় ক্যাম্পাসের।মনে মনে স্বজাতী চেহারাও খুজে। কত ছেলে মেয়ে সবাই সাদা চামড়ার ।

আকাশ আডিটরিয়ামের বাহিরে দাড়িয়ে মনে মনে কি যেন ভাবছিল একটু অনমনা হয়েই এর মধ্যেই একটা ছেলে আকাশের সামনে এসে দাড়ায়, ঠিক বাঙালীদের মত গায়ের রং, চোখের চাহনি,ভুরু, সব কিছু মিলিয়ে আকাশ কিছুটা খুশিই হয় এই ভেবে যে তাহলে শেষ পযন্ত একজন বাঙালীকে পাওয়া গেল। এমন মনে হতেই, আকাশের মনে হলো কত দিন বাংলায় কথা বলি না। আকাশ কিছু একটা বলতে যাবে, সে মুহুত্বে ছেলেটি বলল, আই'ম এরফান, ফ্রম পাকিস্তান। আকাশ ছোট খাটো একটা হোচট খায়, কি বলবে বুঝতে পারে না। তত ক্ষনে এরফানে নামের লম্বা সুদর্শন ছেলেটি হাসি মুখে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আবারও স্মাটলি কাটাকাটা ইংলিশে উচ্চারন করে,আই'ম এরফান,ফরম পাকিস্তান। আকাশ নিজের ভাবাবেগ কে সামলে হাতটা বাড়িয়ে হ্যানসেক করতে করতে বলে, আই'ম আকাশ, ফরম বাংলাদেশ।

নাইস টু মিট ইউ আকাশ। আমি তো মনে করলাম তুমি পাকিস্তানী। আকাশ এরফানের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, ঠিক একই ধারনাই হয়েছিল তোমাকে প্রথম দেখে।

কি ধরনের ? এরফান জানতে চাই।

এই... তুমি ও বাংলাদেশী।

কথাটা শুনে বেশ জোরেই হেসে উঠে এরফান। এমন প্রানবন্ত হাসি দেখে ভালোই লাগে আকাশের। দুজনের মধ্যের অদৃশ্য একটা আড়াল হাসির তোড়ে কিছুটা সহজ হয়ে যায়।

এরফান বলে, তার মানে এই দাড়াচ্ছে আমরা দুজনেই মনে মনে আমাদের নিজের দেশের কাওকে খুজছিলাম?

আকাশ হেসে বলে, ঠিকই বলেছ এরফান।

তা তুমি এখানে এমন একা দড়িয়ে আছো কেন?

না তেমন কোন কারন নেই আর ভেতরে একা একা ভালোও লাগছিল না।আর অনুষ্টান শুরু হতেও কিছুটা দেরি আছে,তাই ভাবলাম বাহিরটা একটু দেখে নেই। এই ক্যাম্পাসেই তো কয়টা বছর কাটাতে হবে। কি বলো এরফান?

তা যা বলেছো। তুমিও তাহলে এইবারই ভর্তি হয়েছ?

হ্যাঁ। আকাশ উত্তর দেয় ।কিন্তু তুমি ?

একই অবস্থান আমাদের।

তাহলে খুব জমবে আমাদের । আকাশ বেশ উচ্ছাসের সঙ্গেই বলে।

এরফান কবজিটা ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে আকাশকে তাড়াদেয় ভেতরে যাবার ।

ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বসে । অনুষ্ঠান শুরু হলে দুজন দুজনার অনুষ্ঠানিক ফর্মাঁলিটি সেরে আবারও এক সঙ্গে বসে। অনুষ্ঠান দেখার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা হতে থাকে দুজনের । জেনে নেয় দুজন তাদের নিজেদের সমন্ধে।

অনুষ্ঠান শেষ করে যখন দুজন বের হয়ে আসে তখন মাঝ দুপুর। ক্যাম্পাসের একটা ক্যন্টিনে বসে দুপুরের খাবার শেষ করে দুজন। তার পর এরফান আকাশকে নিয়ে ক্যম্পাসটা ঘুরিয়ে দেখায়। এরফান বেশ কয়েক বছর ম্যানিলায়। সে সুবাদে এই ক্যাম্পাসের অনেক কিছুই তার পূব পরিচিত। এরফানের বাবা এখানকার পাকিস্তানী এ্যম্বাসিতে আছেন কয়েক বছর। এরফানদের ফ্যামিলির সবাই এখানে থাকেন। বাবা মা আর ছোট দুই বোন এই নিয়ে তাদের সংসার। গল্পে গল্পে এরফান আকাশকে তাদের ফ্যামিলির কথা জানায়। আকাশ বলে, তুমি ভ্যাগ্যবান এরফান, বাবা মা বোন সবার সঙ্গে কত নিবির ভালোবাসাই একসঙ্গে আছ। আর আমাকে দেখ মাকে ছেড়ে কত দুরে পড়ে আছি। খুব কষ্ট হয়। মায়ের মুখটা মনে পড়লে আকাশের সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কতদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে মায়ের কথা মনে পড়ে। এ সব ভাবতে ভাবতে দুজন আকাশের ডমেটরির সামনে এসে দাড়ায়। আকাশ এরফানকে ভেতরে যাবার অনুরোধ করে, এরফান বলে, আজ আর নয়, এখন থেকে দেখো কেমন জ্বালাতন করি তোমাকে। হাসতে হাসতে হাতটা বাড়িয়ে বলে আজ তবে চলি। আর হ্যাঁ আমার ফোন নাম্বার তো রয়ল তোমার কাছে, মন খারাপ করলেই আমাকে ফোন করবে। তুমি ফোন করলে আমার ভালো লাগবে।

বাথরুম থেকে বেরুতেই টেলিফোনটা বেজে উঠে। একটু আশ্চর্য হয়ে আকাশ ফোনটা তোলে, ওপাশ থেকে এরফান বলে, কি করছিলে, এর আগেও ,কয়েকবার ফোন করলাম ধরলেনা যে?
ও সরি সরি,আমি বাথরুমে ছিলাম বুঝতে পারিনি। তা কখন পোছালে? আমিই তোমাকে ফোন করতাম। জানো, আজ তোমার সঙ্গে খুব ভালো কেটেছে দিনটা। দেশ থেকে আসার পর এমন একা হয়ে পড়েছিলাম। এমন আর কয়দিন চললে সত্যিই আমি পাগল হয়ে যেতাম।
কি যে বলোনা আকাশ? তুমি দেখছি এখনো ছোটটিই আছ। এরফান হাসতে হাসতে আকাশকে বলে।
তা তুমি বুঝবে না এরফান? মার আচলের নীচে আছ তো, তুমি কি বুঝবে একা থাকা কাকে বলে?
এরফান আর কথা বাড়ায় না। বুঝতে পারে আকাশ কষ্ট পেয়েছে তার কথায়। এরফান বলে এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু, যখন একা লাগবে কিংবা মন খারাপ করবে আমায় ফোন করো আমি চলে আসব।

ওরিয়েনটেসানের এক সপ্তাহ পর আকাশের ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শুরু হতেই আকাশ প্রচন্ড ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরফানের সঙ্গেও দেখা হওয়া কমে যায়। যদিও ক্যাম্পাসে কখনো কখনো দেখা হয়েই যায় প্রায় প্রতি দিনই। আর সময় পেলে এরফানই চলে আসে আকাশের রুমে আড্ডা দিতে। অল্প দিনেই ভালো বন্ধু হয়ে উঠে দুজন। কিন্তু আকাশের মন মাঝে মধ্যেই মেনে নিতে পারে না, এক জন পাকিস্তানী তার বন্ধু। কত দিন এমন হয়েছে, আকাশ এরফান কোথাও আড্ডা দিচ্ছে বা এক সঙ্গে হাঁটছে,হঠাৎ করে আকাশের মনে হয়েছে এরফান তো তাদেরই একজন যারা একাত্তরে কত নির্মম আর অন্যায় ভাবে আমাদের আপন জনদের কষ্ট দিয়ে মেরেছে। কিন্তু পরক্ষনেই আকাশ তার মনকে বুঝিয়েছে,এরফান তো তারই মত, তার দেশের নতুন প্রজন্ম,যার জন্ম একাত্তরের সে অন্যায়ের পর। আর এখন তো দুটো দেশের মধ্যে সেই আগের মনভাবও নেই। দুটি দেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে হিংসাতক মনভাব থেকে কোন দেশের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক সুফলতা বয়ে অনতে পারেনা।
আর এরফান তো স্বাধীনচেতা, মুক্ত মনের মানুষ, সে অন্যায় কে অন্যায় হিসাবে মেনে নিতে জানে তার স্বভাব গোড়া নয় । তাই তো এরফান কখনো একাত্তরের কথা উঠায়নি আকাশের সামনে। আকাশ ভাবে পাকিস্তান সে সময় যে অন্যয় করেছিল সেই কথা ভেবে লজ্জায় এরফান বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা কখনো জানতে চায়নি বা এ নিয়ে কখনো আলোচনাও করেনি ।

অনেক ভাবে আকাশ নিজেকে বুঝালেও, আকাশের খুব জানতে ইচ্ছে করে যুদ্ধ নিয়ে এরফানের কি ধারনা? কি ভাবতে পারে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম আজ। একাত্তরে পাকিস্তান যে অন্যায় করেছিল, তাদের সে অন্যায়ের জন্য কি পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম আজ লজ্জিত?

এর মধ্যে আকাশ একদিন এরফানের বাসা তে সারা দিন কাটিয়ে আসে ।এরফানের মা কে খুব ভালোলেগে যায় আকাশের । ঠিক বাংলাদেশী মায়েদের মত। মায়া মমতায় সাজানো সহজ সরল এক মহিলা আর তার সংসার । আ্কাশ একা থাকে শুনে খুব মন খারাপ করলেন এরফানের মা। বার বার জানতে চায়ছিল কেমন করে রান্না করে আকাশ? কোন কষ্ট হয়না তো? আসবার সময় বার বার করে বলেছিলেন ছুটি পেলেই চলে এসো আকাশ। এমন অন্তরিকতা অনেক দিন আকাশকে স্পর্শ করেনি, আর এরফানদের সাজানো গোছানো পরিবারের মাঝে সে দিন আকাশের শুধুই বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল মায়ের মুখটা, রান্না ঘরে আপন মনে কাজ করে যাওয়া মায়ের ছায়া।

সে দিন এরফানদের বাসা থেকে ফিরে, আকাশ অনেক ভেবেছে। এরফানদের পরিবারটির সঙ্গে মিশে অনেক কিছু মেলাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারেনি সেই একাত্তরের শোনা দিন গুলোর সঙ্গে এরফানের পরিবারের মানুষ গুলোকে । আকাশ জানে, যে কোন যুদ্ধই সকল মানবিকতাকে পাশ কাটিয়ে সে আপন রেখাই চলে। কিন্তু তারপরেও আকাশ সহজ হতে পারেনি এরফানের সঙ্গে,একটা কাঁটা সব সময়ই মনে করিয়ে দিয়েছে এরফান একজন পাকিস্তানী।

মনের এই দ্বিধা দন্দের পরেও এরফানকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি আকাশ। দুজনের বন্ধুত্ব আরও গাড় হয়েছে দিনের পর দিন। পড়াশুনার চাপ তেমন না থাকলে ছুটির দিন গুলোই আকাশ চলে যেত এরফানদের বাসায়,সবাই

মিলে হৈ চৈ করে কাটিয়ে দিত সারাটা দিন । পারিবারিক বন্ধনের যে টান, সে টানেই বার বার ফিরে গেছে আকাশ এরফানদের বাসায়। একদিকে একাকিত্বতা আর অন্য দিকে দেশের এক মহান অধ্যায় কে ঘিরে মনে মধ্যে নিজের বিবেকের কাছে হাজার প্রশ্নের মুখমুখি দাড়িয়ে আকাশ কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলনা। কিন্তু এদিকে এরফানর বাবা মা ছোট দুই বোন অল্প দিনেই এত কাছের হয়ে উঠল যে ,সে আর তেমন মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করত না একাত্তরের দিন গুলোর সঙ্গে। যদিও মনের কোন এক কোণ থেকে কখনো কখনো জেগে উঠেছে অনেক প্রশ্ন।

এরফানের বাবার সঙ্গে আকাশের তেমন কথা হতো না কিন্তু প্রায় ছুটির দিন গুলোর আড্ডাই সবার সঙ্গে উনিও বসতেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ অনেক ভাবে চেষ্টা করেছে যুদ্ধ নিয়ে তার স্পট ধারনা টা জানতে কিন্তু উনি কখনো সে বিষয়ে নিয়ে আলোচনায় জাননি। তবে যখনই বাংলাদেশ কে নিয়ে কথা উঠেছে, উনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে আর সেখানকার মানুষ গুলোকে নিয়ে।

এই ভাবেই দেখতে দেখতে আকাশের প্রবাস জীবনের একটা বছর কেটে গেল । ভেবেছিল আগামী ঈদে দেশে যাবে। দেশ থেকে আসার পর খুব করে টানে ফেলে আসা মাটির টান। কিন্তু বেশ কিছু কারনে আর যাওয়া হলো না আকাশের। ডর্মেটরির জীবনে, সেই প্রথম দিন গুলোর মত আর একঘেয়েমি তাড়া করে না কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন কিছু একটা নেই তা সব সময় বুঝতে পারে। আশে পাশে আপন বলে কেও নেই, ভালোমন্দ সব কিছু মিলিয়ে নিজেকেই টেনে চলতে হয় জীবন।
ইদানিং এরফানদের বাসাতেও তেমন য়াওয়া হয় না আকাশের।মন তো চায় বার বার সেখানেই ফিরে যেতে কিন্তু আকাশ অনেক করে দুরে রেখেছে সেই টানকে।সে জানে ফাহিমা তাকে ভুল বুঝবে কিন্তু আকাশ অনেক ভেবেও পারেনা বিবেকের সঙ্গে পেরে উঠতে।

এরফানের সঙ্গে যেদিন প্রথম তাদের বাসাই যায় সেদিনই ফাহিমাকে ভালোলেগে যায় আকাশের কিন্তু সেদিনের সেই ভালোলাগা ছিল শুধুই ভালোলাগা। এরফানের ছোট বোন ফাহিমা। সব সময়ই চুপচাপ চাপা স্বভাবের ফাহিমা আকাশদের সঙ্গে ছুটির দিন গুলোই যখন আড্ডা দিত তখন বোঝায় যেতনা তাদের সঙ্গে আরও একজন সারাটা দিন কাটিয়ে চলেছে।
তবে মাঝে মধ্যেই ফাহিমার কিছু কিছু প্রশ্ন আকাশ কে বেশ আবাক করত।
যেদিন প্রথম আকাশ গিয়ে সারদিন কাটালো ইরফানদের বাসাই,সেদিন ফাহিমা এক ফাঁকে জানতে চেয়েছিল,বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তো পাকিস্তানীরা আপনাদের অনেক ক্ষতি করেছে, অনেক মানুষ মেরেছে, আপনারা কি এখনো পাকিস্তানীদের ঘৃনা করেন?
আকাশ সেদিন সে প্রশ্নের উত্তরে, ফহিমার কাছেই জানতে চেয়েছিল, তুমি কতটুকু জানো আমাদের যুদ্ধকে ঘিওে, সেই সময় গুলোকে?
ফাহিমা কিছু বলেনি সেদিন। তবে তার চোখ মুখ দেখে আকাশ বুঝতে পেরেছিল, সে যুদ্ধকে ঘিরে অল্প কিছু হলেও জানে।

আকাশ যেদিনই ফহিমাদের বাসায় সারাদিন কাটিয়েছে, সেদিনই কোন না কোন ফাঁকে ঠিকই ফাহিমা যুদ্ধকে ঘিরে প্রশ্ন করেছে। প্রতিবারই আকাশ তেমন বিশদ ভাবে কিছু বলতে পারিনি কারন আকাশ একটা ব্যপার বুঝতে পেরেছিল, যে কোন কারনেই হোক এই বাড়ির মানুষ গুলো বাংলাদেশের যুদ্ধকে এড়িয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। কিন্তু আকাশ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলনা কারনটা কি?
একদিন ফাহিমার কাছ থেকেই জানতে পারলো সব । ততদিনে আকাশ আর ফাহিমা দুজনে দুজনার বেশ কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। ভালাবাসা বলতে যা বোঝায় তা না হলেও, ভালোলাগা দুজনকে একখানে এনে দাড় করাই। সে দিন সব বলবে বলে ফাহিমা হয়ত প্রস্তুত হয়েই এসেছিল । আকাশ ক্যাম্পাস থেকে বের হতেই গ্যটে দেখা হয় ফাহিমার সঙ্গে। কথা ছিল ক্যম্পাস থেকে বেরিয়ে পি আই সিসির সমুদ্রের পাশে গিয়ে বসবে। সেভাবেই তারা সমূদ্রর পাড়ে চলে যায়। আকাশ অনেক দিন থেকেই এমন একটা সুজগ খুজছিল সব কিছু জানার । সামনে দিগন্ত জোড়া খোলা সমূদ্র, পড়ন্ত বিকেল জুড়ে শেষ বেলার লাল সূর্যটা তখনো খেলা করছে সূমদ্রের ঢেউর উপর। একটা পাথরের উপর বসেই ফাহিমা প্রশ্ন করে তোমাদের দেশেটা খুব সুন্দর তাই না?

আকাশ বুঝতে পারে ফাহিমা তার পুরনো প্রংঙ্গকে টেনে আনতে চায়ছে। আর তাই একটু খোচাঁ দিয়েই বলে, আমাদের সুন্দর সাজানো দেশটাকে একদিন তোমাদের দেশের মানুষ গুলো তছনছ করে ধংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার হতে দেয়নি। আমাদের দেশটা খুব সুন্দর ফাহিমা, সবুজ, নীল আকাশ ,নদী, কত কি যে আমাদের রয়েছে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবেনা। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

পারবে তোমার দেশে নিয়ে যেতে আমাকে ?

ফাহিমার প্রশ্নে নিজেতে ফিরে আসে আকাশ। তাই তো সে কি কোন দিন পারবে? নিজেকেই প্রশ্ন করে আকাশ।

জানি আকাশ, তুমি পারবেনা তোমাদের দেশে আমাকে নিয়ে যেতে। আমি তোমাদের যুদ্ধের অনেক ঘটনায় জানি, যা হয়ত তুমিও জানো না।

ফাহিমার কথা বলার ধরন দেখে আকাশ আবাক হয়। এমন করে তো কখনো তাকে কথা বলতে শুনেনি। ফাহিমা বলতে থাকে, আমার দাদু আর বড় চাচা তোমাদের দেশে গিয়ে যুদ্ধ করেছে। আমার দাদু পাকিস্তানি মিলিটারির অনেক উপরের লোক ছিলেন আর বড় চাচা ছিলেন মেজর।

একাত্তরের মার্চ মাসের মাঝা মাঝিতে দাদুকে তোমাদের দেশে পাঠানো হয়। তোমাদের দেশের কোন মানুষের কথাই মানা হবেনা তা আমার দাদু আগেই জানতে পেরেছিলেন। তার পরও পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব ও ভুট্টো সাহেবের অনেকটা দেখানো মিটিং ঘটিয়ে ছিলেন।

তারপর তো তুমি জানোয় আকাশ, পঁচিশে মার্চের রাত থেকেই তোমাদের শিকড় ধরে উপড়ে ফেলার চেষ্টা শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় শিক্ষক ছাত্রদের রাতের আধাঁরে গুলি করে মারলো।রাস্তায়, বস্তিতে, ফুটপাতে, বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে,যেখানে যেমন ভাবে পেয়েছিল কাওকেই বাদ দেয়নি।সেই একরাতেই তোমাদের ঢাকা শহর কে মৃত্যুর শহরে পরিনত করেছিল।

তুমি আবাক হচ্ছো তাই না? আমি এত সব জানলাম কি করের?

আমার দাদুর ডাইরি থেকে। কেও জানেনা আমি সেই ডাইরি পড়েছি। দাদুর ডাইরিতে সুন্দর করে লিখা আছে তোমাদের সে সময়ের ইতিহাস। দাদু ছিলেন অনেক বড় অফিসার, সে সুবাদে তাকে অনেক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছিল,যা তোমাদের সম্পুর্নই বিপরিতে যায়। কিন্তু আমার খারপ লাগে, দাদু জানে যে, সে সময় তোমাদের বিপরীতে যে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা বেশী ভাগই ছিল অন্যায় কিন্তু তার পরও আমার দাদু তার লেখায় একটুও অপুতপ্ততা প্রকাশ করেনি বরং উনি লিখেছে সেগুলোই ছিল সে সময়ের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত।

আমাকে খুব ঘৃনা হচ্ছে নিশ্চয়?

কথাটা বলে ফাহিমা আকাশের মুখের দিকে তাকায়।

শেষ বিকেলের সূর্য অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। সমূদ্রের ছোট ছোট ঢেও গুলো এসে মিলিয়ে যাচ্ছে পাড়ে পড়ে। বাতাসের মৃদু শব্দ, নিরাবতাকে কিছুটা জীবন্ত রেখে বয়ে চলেছে। আধাঁর তেমন ঘন হয়নি তখনো, আকাশ উঠে দাড়ালো ফাহিমার পাশ থেকে, কি বলার আছে আকাশের ? কি বলতে পারে সে?

না ফাহিমা, তোমাকে তো ঘৃনা করার কোন কারন নেই। সেই সময়ের দিন গুলোর জন্য তো আর তুমি দায়ী নও কিন্তু কি জানো ফাহিমা?

আকাশ দীঘ্য শ্বাস ফেলে কিছুটা সময় নেয়, তার পর আবার ফাহিমার পাশে এসে বসে। অন্ধকারে আকাশের মুখ না দেখতে পেলেও ফাহিমা বুঝতে পারে, আকাশের ভেতরে কিছু একটা হয়ে চলেছে।

আকাশ আন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে, তুমি কতটুকু আমাকে বুঝতে পেরেছ জানিনা। ছোট বেলা থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ আমার আবেগে অনুভুতিতে কষ্ট হয়ে মিশে আছে।যদিও আমার খুব কাছের কেও যুদ্ধে প্রান দেননি কিন্তু তার পরেও স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঘিরে যে কোন ঘটনা আমাকে বার বার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি ফাহিমা। তোমার জন্য ভালোবাসা আর দেশের জন্য ভালোবাসা,দুটোকে এক করে দেখার মত গোয়ার কি আমাকে মনে হয়? তবে হ্যাঁ, তোমার কথা গুলো যে কিছু সময়ের জন্য আমাকে তছনছ করে যায়নি তা বললবনা। আমার চেতনায় যে আমি আছি, সে তো অন্য রকম ভাবে ভাবতে শিখিয়েছে সেই ছোট বেলা থেকে, সে তো রুখে দাড়াবেই ফাহিমা। কিন্তু আমি তো তেমন ভাবে ভাবতে চায়না। আমার দেশ প্রেমকে কোন দিন তোমার সাথে এক করে মিশিয়ে ফেলবনা সে আমি জানি।

সেদিন সমুদ্রের পাড় থেকে ফিরে আকাশ ধরেই নিয়েছিল এই সব নিয়ে আর ভাববেনা, যা হবার হয়েছে, তা আর বর্তমানে দাড়িয়ে কিছুর সঙ্গে মেলাবেনা। দেশ প্রেমকে একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে আর কষ্ট পেতে চায়ছিল না আকাশ।

কিন্তু তার ভাবনার রেস তাকে বেশী দুর এগুতে দিলনা। তাকে আবারো পেয়ে বসলো তার বিবেকের তাড়না। সে কি করে পারবে এক জন পাকিস্তানী মেয়েকে তার জীবনের সঙ্গে সারাটা জীবনের জন্য জড়াতে? পর পর কয়েকটা দিন খুব কষ্ট পেল আকাশ, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছেনা, আবার ফাহিমার সামনে গিয়েও দাড়াবার তার সাহস হচ্ছে না। কি করে সে ফাহিমাকে বলবে, তোমার পূর্ব পুরুষের অন্যায়ের দ্বায়ভার তোমাকেই বহন করতে হবে? তোমার ভালোবাসা আমি সেই অন্যায়ের বদলে কেড়ে নিলাম।

পারবেনা আকাশ! কিছুতেই পাবেনা! দুর থেকে শুধু নিজে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে তবু একবারো ফাহিমাদের বাসায় যায়নি বেশ অনেক দিন। ফাহিমা আবশ্য মাঝে মধ্যেই ফোন করে খবর নিয়েছে, কেন আসছে না জানতে চায়লে, আকাশ তার পরীক্ষার ব্যস্থতা দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। ফাহিমা আর এই নিয়ে কথা তুলেনি। কিন্তু এমন করে কত দিন পালাতে থাকবে, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছে আকাশ। কোন উত্তর পায়নি।

সেমিষ্টার শেষ হলো আকাশের। কেমন করে যে এই সেমিষ্টার শেষ হলো তা এক মাত্র আকাশই জানে। আর কিছুই ভালো লাগছিলনা আকাশের। কোথাও পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়, বার বার তার এমনই মনে হচ্ছিল। অনান্য বার সেমিষ্টার শেষ করেই আকাশ ও এরফান সপ্তাহ জুড়ে ঘুরতে বেরিয়ে যায় এবার তা হচ্ছেনা ।এরফানের দাদু আসছেন পাকিস্তান থেকে সেই জন্য আর যাওয়া হবে না।

এরফানের দাদু আসছেন,কথাটা শোনার পর থেকে আকাশের ভেতরটা কেমন অস্থিরতায় ভরে উঠেছে। ভেতর ভেতর যে যুদ্ধটা আকাশ এত দিন একাই লড়ে চলেছে তা আজ যেন বেরিয়ে আসতে চায়ছে। জানেনা আকাশ কেমন করে এরফানের দাদার সামনে গিয়ে দাড়াবে? আদোও কি আকাশ পারবে সে লোকটার সামনে গিয়ে দাড়াতে? তা ভাবলে আকাশ ভেতর ভেতর কুকড়ে উঠে।

ঘরময় পায়চারী করতে করতে এই সবই ভাবছিল আকাশ ।সারাদিন কোথাও যায়নি,কোথাও যেতে ইচ্ছে করেনি। নিজের মধ্যে সব কিছু যেন এলোমেলো হয়েগেছে,নিজেকে কি ভাবে গোছাবে বুঝতে পারেনা আকাশ।

অনেক ক্ষন আধাঁর নেমেছে,খেয়াল করেনি। সিগারেটের ধোঁয়া আর অধাঁর মিলিয়ে আকাশের আর ভালো লাগছিল না।রুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাড়াল । ফাঁকা ডমেটরির লনে দাড়িয়ে আকাশ কিছুটা স্বাস্তি অনুভব করে। বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে ডমেটরি ।সামার শুরু হয়েছে। দেশে যাবে বলেও গেলনা আকাশ, তার মা অনেক করে লিখেছিল দেশে আসার কথা কিন্তু আকাশের শুধু মনে হয়েছে আবার ফেরার সময় আসবে, আবার সেই প্রথম বারের মত সবাইকে ছেড়ে আসতে হবে,সে কষ্ট এবার আর সয়তে পারবেনা। আকাশের এই কথা শুনে তার বাবা বলেছেন, তাই বলে কি তুই আমাদের দেখতে আসাবি না, এ কেমন কথা?

কিন্তু শেষ পযর্ন্ত আকাশের ভাবগতি দেখে আর কেও তার বাসা থেকে কিছু বলেনি। যখন আকাশ এমন ডিসিসান নিয়েছিল তখন সে কত কিছু ভেবে রেখেছিল এই সামার কে ঘিরে। কিন্তু কিছুই হবে না বরং এখন আকাশের মনে হচ্ছে যদি সে কোথাও পালাতে পারত তাহলে যেন বেচেঁ যেত।

সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ মনে করতে চেষ্টা করছিল, সে কখন রাতে বাহির থেকে এসে শুয়েছে। কিছুই মনে নেয় তার। নিজেই আবাক হলো মনে করতে না পেরে। যেন সময়ে কিছুটা অংশ তার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে।

তেমন কিছু করার নেই বলে বিছানা ছাড়তেও ইচ্ছে করছিল না। মনে মনে ঠিক করছিল কি করবে? তেমন কিছুই ঠিক করতে পারলনা। কিছুই করার নেই! নিজের উপর কিছুটা বিরক্তই হলো, কিছু না করার পেয়ে। গুড়িমুশি করতে করতে আবারও আকাশের চোখ লেগে আসে,কতক্ষন কেটেছে জানেনা, দরজায় নক করার শব্দ পেয়ে উঠে বসে। ঘড়ির দিকে তাকায় কিন্তু ঘুম জড়ানো চোখে বুঝতে পারেনা কয়টা বাজে। আর এই ছুটির দিনে কে হতে পারে। বিরক্ত হয়ে দরজাটা খুলে দেয় আকাশ। এক ঝলক আলো হঠাৎ করে চোখে এসে লাগে, দরজার ওপাশে কে দাড়িয়ে তা বোঝার আগেই, ওপাশ থেকে গলা ভেসে আসে, তুমি এখনো ঘুমচ্ছিলে?

আকাশ বুঝতে পারে এরফান, এসো এসো ভেতরে এসো এরফান। আর বলো না,উঠেছিলাম সময় মতই কিন্তু আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

তার পর বলো কেমন আছ?

আমি ভালো।

জানো গত রাতে আমার দাদু এসেছেন। আর সে জন্যই তো তোমাকে নিতে অসলাম। তুমি তো আর নিজে থেকে যাওনা। শুধু পড়াশুনার দোহায় দিয়ে এড়িয়ে যাও। আজ আর ছাড়ছিনা,সবাই মিলে সারাদিন খুব আড্ডা দেব, কি বলো?
আকাশ সব কথা যেন হারিয়ে ফেলেছে, এরফানকে কি বলবে তা যেন ভুলে গেছে, এক খানে এমন করে দাড়িয়ে থাকতে দেখে এরফান বলে উঠে, এই যে আকাশ আবারও ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?
না,না, কি যে বলো? ভাবছিলাম আজ না গেলে হয় না? তোমার দাদু গত রাতে যখন এসেছেন তখন তো উনি খুব ক্লান্ত, তাই না?আজ উনি রেষ্ট নিক, আমি না হয় কাল গিয়ে দেখা করে আসব। কি বলো?
দেখ আকাশ তোমাকে এই নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি চেননা আমার দাদুকে। উনি সেই সকালে উঠে, হাক ঝাক করে বাসা মাথায় তুলে রেখেছেন। খুব মজার লোক আমার দাদু। দেখবে চলো।দেখে নিও তুমিও কেমন তাঁর ফান হয়ে যাও।
আকাশ বুঝতে পারে এরফানকে আর বুঝিয়ে হবে না। সে না যেতে চায়লেও তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।আর আকাশেরও ইচ্ছে করছে লোকটার সামনে গিয়ে দাড়াতে। কেমন দেখতে সেই মানুষ গুলো যারা নিষ্ঠুরতার চরম শিখড়ে পোছেছিল শুধু বাঙালী জাতিটাকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলবে বলে? বুক অল্প অল্প কাঁপলেও এক অন্যরকম অনুভুতি তাড়া করে আকাশ কে, এরফানদের বাসা পোছানো আগ পযন্ত।
কিন্তু খুব সহজ ভাবেই এরফানের দাদা আকাশের সাথে পরিচিত হলেন।
তুমিই আকাশ? তোমার নাম আসার পর থেকেই শুনছি। তা বাংলাদেশে কোথায় তোমার বাড়ি?
এই সব ছোট ছোট কথার পর আর তেমন কথা হয় না।তবে যতক্ষন উনি ছিলেন তাঁর চোখে মুখে অনেক করে খুজেও আকাশ কোথায় একবিন্দু বিদ্বেষের ছায়া পেলনা। যেমন এই বাড়ির কারো চোখে মুখেও তাকে ঘিরে সে ধরনে কোন ছাঁয়া সে দেখতে পায়নি কোন দিন। কি ভাবে পারে তারা? সে তো পারে না।
ছোট বেলা থেকেই পাকিস্তান নামটার সঙ্গে যে ঘৃনা জড়িয়ে বড় হয়েছে আকাশ তাতে অন্য কিছু ভাবতে দেয়না মন। আকাশ নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে ওদের বাসার সব মানুষ গুলোকে। কিন্তু প্রতি বারের মত এবারও আকাশ মেলাতে পারেনা শূন্য অনুভুতি নিয়ে,শুধুই ঘুরপাক খেতে থাকে নিজের মধ্যে।
এর পর এক সপ্তাহ কেটে যায়। আকাশ এর মধ্যে একবারো এরফানদের বাসায় যায়নি।ফাহিমা সেদিন হঠাৎ করে আকাশের রুমে এসে হাজির।
তখনো ভোরের আলো ভালো ভাবে ফুটিনি, আকাশ ঘুম থেকেও উঠেনি। দোরজা খুলে তো আকাশ আবাক! ফাহিমা বলে,তোমাকে জ্বালাতে আসালাম।
আকাশ কি বলবে বুঝতে পারেনা,শুধু দরজা থেকে সরে দাড়িয়ে ভেতরে আসতে বলে।
ফাহিমা ভেতরে এসে খুব রেগে যায়, এখানে মানুষ থাকে? কি বানিয়ে রেখেছ বলোতো? এত আগোছালো কেন তুমি? দেখে তো মনে হয় ফিটফাট বাবু।
আকাশ ঘোর লাগা চোখে দাড়িয়ে থাকে। নিজেই বুঝতে পারেনা এ কোন স্বপ্নের দৃশ্য কি না ? তার বেশী ভাগ স্বপ্ন গুলোই এমন সাংসারি। ফাহিমা কাজ করছে, চুরির টুংটাং শব্দ হচ্ছে,লম্বা এলোমেল চুল গুলো পিঠের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে,চারি পাশে শুধু রং আর রঙের খেলা,ফাহিমার আঁচল জুড়ে স্বপ্নলোকের সিড়ি, আঁচল পড়ে যাচ্ছে কি অবহেলাই, আকাশের কষ্ট হচ্ছে আঁচল মাটিতে পড়ে লুটচ্ছে কিন্তু ফাহিমার সেদিকে কোন খেয়াল নেই, আকাশ খুব চেষ্টা করছে ফাহিমার কাছে যাওয়ার তার আঁচলা উঠিয়ে দেয়ার কিন্তু পারছেনা, এই সব মুহুত্ব গুলোতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ।
এই যে কি ভাবছ? ফাহিমা তাড়া দেয়। যাও তো তাড়া তাড়ি মুখটা ধুয়ে এসো।এক সঙ্গে জানালার পাশে বসে কফি খাবো। তোমার এই জানালার অংশ টুকু আমার খুব পছন্দের । ওখানে দাড়ালে যেন হঠাৎ করেই অন্য জগতে চলে যাওয়া যায়। তোমার মনে হয়না এমন?
আকাশ একটু হেসে বাথরুমে যায়।
আকাশ বথরুম থেকে বেরিযে দেখে,ফাহিমা জানালা খুলে দিয়ে তার পাশের একটা চেয়ারে লাল চাদর জড়িয়ে গুটি সুটি হয়ে পা তুলে বসে আছে, অল্প শীত পড়ছে কয়েক দিন ধরে, পাতলা কুয়াশার আবরনে ঢাকা ভোরের আলো এসে পড়ছে ফাহিমার মুখের একপাশটা জুড়ে। ভালোলাগায় ভরে যায় আকাশের মন। কতবার সে মনে মনে কল্পনা করেছে এমন একটা সুন্দর সকালের।
ফ্রিজে যা ছিল তা দিয়ে নাস্তার ব্যবস্থা করেছে ফাহিমা। মুখটা মুছে সামনের চেয়ারে এসে বসে আকাশ।

ফাহিমা জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আজ এমন চুপ মেরে আছ কেন বলো তো? ভেবেছিলাম আজ সারাটা দিন তোমার রুমে কাটিয়ে যাব কিন্তু এসে পর্যন্ত তুমি যেমন করে গোমড়া মুখো হয়ে আছ তাতে আর থাকা যায়না। তোমারও কি তাই মনে হয় না?
কথা গুলো বলে একটু ক্ষন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেঁসে ফেলল ফাহিমা। ভয় পেলে না কি? তুমি যেমন ইচ্ছে ব্যবহার কর আমি সারাটা দিন তোমার কাছেই, তোমার পাশে থাকব।
আকাশ চেয়ারটা ফাহিমার আরও কাছে টেনে নিয়ে আলত করে হাতটা ধরে বলে,এই যে তুমি আমার পাশে, কত কাছে, তবু মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন। তোমাকে এমন ভাবে আপন করে কখনো কাছে পায়নি তো , তাই হয়ত আমার ভাষার শব্দ গুলো হারিয়ে গেছে। আমার শুধু মনে হচ্ছে আমরা যেন কোন স্বপ্নে চরিত্রে আজ এই সকালটা অভিনয় করছি।
হয়েছে তোমাকে আর কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না। কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও,খেয়ে রান্না চাপাবো। আজ আমিই রান্না করব ।
আকাশ বাধা দেয়না।ফাহিমাকে আজ চেনায় যাচ্ছেনা।এত কথা তো, সে তার সঙ্গে গত একবছরেও বলেনি। চাপা স্বভাবের ফাহিমার মুখে যেন আজ খৈই ফুটছে।
রান্না শেষ করে খেতে খেতে বিকেল হয়ে গেল। কেমন করে যে সারাটা দিন পেরিয়ে গেল দুজনেই বুঝতে পারেনা। আর আ্কাশ যেন নতুন করে চিনল ফাহিমাকে। এ যেন অন্য এক মানুষ,অন্য এক ব্যক্তিত্ব।
যাবার সময় বার বার করে আকাশ কে বলে গেল আগামী রবিবারে তাদের বাসায় যেতে।

আজ রবিবার। সকাল থেকেই আকাশ ভাবছিল ফাহিমাদের বাসাই যাবে কিনা? ফাহিমা সে দিন যাবার সময় বারবার বলে গেছে, তার অনুরোধও উপেক্ষা করতে মন চায়ছেনা। মেয়েটা সেদিন সত্যিকারে বুঝিয়ে গেছে আকাশকে কতটা ভালাববাসে সে।

আকাশ গেটের কাছে দাড়াতেই ফাহিমা গেটটা খুলে দাড়ালো,অনেক ক্ষন থেকেই ফাহিমা আকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল।
দেরি করলে যে? আসতে বুঝি ইচ্ছে করেনা?
না তা কেন? আর তোমার ডাক উপেক্ষা করার শক্তি কি আমার আছে ?
ফাহিমা উত্তরে শুধু একটু হেসে, আকাশ কে বসতে বলে ভেতরে চলে যায়।
ফাঁকা ড্রয়িং রুমটা আকাশের খুব পরিচিত, কত কত দিন এখানে বসে আড্ডা দিয়েছে তারপরও এই কয়েক দিনের ব্যবধানে আজ কেমন অসস্থি লাগেছে আকাশের ।
আকাশ ভাবে,সময় আর পরিস্থিতির ছোয়ায় কত কিছু মন তার নিজের মত করে জীবনের পর্ব গুলো সাজিয়ে নেয়। পথ চলতে চলতে জীবন পর্ব কোন দিকে মোড় নিবে মানুষ জানেনা।
আকাশের ভাবনায় ছেদ ফেলে ফাহিমা রুমে এসে ঢুকল, হাতে খাবারের ট্রে।
এত গম্ভির হয়ে কি ভাবছ বলো তো? তোমাকে ইদানিং দেখছি কি নিয়ে যেন খুব চিন্তিত।আমাকেও কি বলা যাবে না?
না ফাহিমা, তুমি যেমন ভাবছ তেমন গুরুত্ব পুর্ন কিছু না আর তেমন কিছু হলে তো তোমাকে আবশ্যই জানাতাম।
ফাহিমা একটু কঠাক্ষ করে বলে, সে আমার সভাগ্য। তোমাকে তো কবে থেকেই দেখছি আর কত কিছুই না আমাকে এই পর্যন্ত জানালে !
ফাহিমা তড়িঘরি ট্রেটা রেখে বলে, এরফান তো বাসায় নেই,কিছু কেনা কাটা করতে বাজারে গ্যছে। দাদু এসেছে এই উপলক্ষে একটা ছোট খাটো পাটির ব্যবস্থা করেছে বাবা।এরফান না আসা পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে নাস্তা করতে করতে গল্প কর আমি উনাকে ডেকে দিচ্ছি।আমি রান্না ঘরে গেলাম মাকে সাহায্য করতে হবে। আর বুঝতেই পারছ আগে থেকেই পাকা গিন্নি হবার ট্রেনিং নিচ্ছি।
ফাহিমা বেরুতেই এরফানের দাদু আসলেন।লম্বা সুঠাম দেহের এই ভদ্র লোকটি কে আকাশ সেদিন ভালো ভাবে খেয়াল করেনি। লম্বা পাঁচ ফিট দশের উপরে দেহের কোথায় একটুও বারতি মেদ নেয়,মাথা ভরতি চুল।সাদা ধবধবে একটা কাবলিতে ভদ্র লোককে চমৎকার মানিয়েছে। ক্লিন সেভ করা মুখে বেশ বড় একটা গোফ পুরো মুখটার মাঝে এক ধরনের ক্ষৃপ্রতা এনে দিয়েছে। যদিও চোখ দুটো বেশ কমল শান্ত। হয়ত বয়সের কারনে? কিন্তু কোন একদিন হয়ত এই চোখেই ছিল হিংসতা।
আকাশ উনাকে দেখে উঠে দাড়াতেই উনি বসো বসো উঠে দাড়াতে হবে না বলে কথা আরম্ভ করলেন।

তা কেমন আছ আকাশ? সেই যে গেলে আর তো তোমার দেখা নেই? সেদিন ক্লান্ত ছিলাম তোমার সঙ্গে তেমন কথা হয়নি।
দাদু আমার ফাইনাল পরিক্ষা চলছিল, সে জন্য আসতে পারিনি এই কয়েক দিন। এই তো আজ সময় পেয়েই চলে এসেছি।
তা বেশ করেছ আকাশ, তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করা যাবে। আমিতো তোমার দেশের অনেক যায়গা চিনি। একত্তরের যুদ্ধের সময় দীর্ঘ সাত মাস আমি তোমার দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়েছি। কত কিছুই চিনি আরও চিনি তোমার দেশের অনেক কেই।
আকাশ ভাবতেই পারিনি ভদ্রো লোক তার সামনে এমন করে যুদ্ধের কথা নিয়ে গল্প শুরু করবে। উনার হযতো ধারনায় নেই, যুদ্ধ পরবতী প্রজন্ম যুদ্ধ আর পাকিস্তানকে ঘিরে কি পরিমান শ্রদ্ধা আর ঘৃনা বুকে নিয়ে বড় হয়েছে।
বাংলাদেশের কোন এলাকাই তোমার বাড়ি? এরফানের দাদু জানতে চান।
রাজশাহীতে। আকাশ ছোট করে উত্তর করে।
আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওখানেও ছিলাম বেশ কিছু দিন। একটা কি বড় নদীর পাড়েই শহরটা না?
আকাশ বলে, জ্বী, পদ্মা নদী।
জানো ঠিক পদ্মা নদীর পাশেই ছিল আমাদের ক্যাম্প। সে সময় আমার খুব কঠিন সময় গেছে প্রায় প্রতিটা দিন। কত রকম যে বুদ্ধি বের করতে হত মুক্তিবাহিন কে দমন করতে। তুমি তো নিশ্চয় পড়েছ তোমাদের যুদ্ধের সময় কার ইতিহাস?
আকাশ শুধু যে অবাক হচ্ছিল তা না, লোকটি এই ঘটনাকে নিয়ে কোন দিকে এগুতে চায়ছে তা তার কাছে পরিস্কার হচ্ছিলনা। তারপরও আকাশ বলে, দাদু আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঘিরে আমার খুব ভালো জানা আছে। আর এও জানা আছে, আপনারা সে সময় যা করেছিলেন তা ছিল জঘন্য ধরনের অন্যায়। সে অন্যায় কোন বিবেকবান জাতীর পক্ষে করা সম্ভব নয়।
এরফানের দাদু আশাই করেনি আকাশ এই ভাবে তাকে উত্তর করবে। উনি কি বলবেন তার বুঝে উঠাবার আগেই আকাশ আবার বলে, দাদু আপনার কি মনে হয়না, একাত্তরে বাঙালীর উপর যে নিজ্জাতন করে ছিলেন তা ছিল খুবই অন্যয়?
উনি কেমন যেন একটু নড়েচড়ে বসলেন, নিজেকে ভেতর থেকে গুছিয়ে নিলেন যেন, তার পর কাটা কাটা উচ্চারনে জানতে চায়লেন, তুমি কোনটাকে অন্যায় বলছো আকাশ?যুদ্ধটাকে?নাকি যুদ্ধ চলাকালিন আমরা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলাম সেগুলোকে?
আকাশের চোখ মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে,নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেও পারছেনা ।তবু খুব ধীরে ধীরে বলল, যদি শুধু যুদ্ধ চলাকালীন সময়টার কথা বলি,তাহলেও বলতে হয় আপনারা নির্মম অন্যয় করেছিলেন। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরিহ মানুষের মৃত্যু আর হাজার হাজার ধর্ষন কি বলে দেয় না আপনারা যুদ্ধ করতে নয়,বঙালী জাতীটাকেই নি:শ্চন করতে এসেছিলেন?
কথা গুলো বলতে বলতে আকাশের শরীর রাগে ক্ষোভে রিতি মন কাঁপছিল ।নিজেকে ভেতর থেকে অনেক চেষ্ট করেও শান্ত করতে পারছিলনা ।কত দিনের ক্ষোব সামনে বসা লোকটি খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে।
উনি যেন হতস্ভ হয়ে গেছেন। দুজনেই চুপ। নিরাবতা চলছে যেন।
আকাশ মনে মনে ভাবছিল এই মুহুতে কেও আসলে কিছুটা সহজ হয়ে যায় পরিবেশটা। ক্রমশ গুমট হয়ে উঠেছে আলোচনা।
আকাশ একটু আবাকই হলো উনি একবারে চুপে গেলেন দেখে।
একটু সময় নিয়ে এরফানের দাদু বললেন, তুমি হয়ত জানো না যুদ্ধ কোনদিন মানবিকতার মাপকাঠি মেপে চলেনা। সেখানে কত রকমের পরিস্থিতি মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলো কখনো ন্যয় অন্যয় দেখে ডিসিসান নিলে যুদ্ধকে টেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়না। অল্পেই হেরে যেতে হয়।
এটা আপনার ভুল ধারনা দাদু ।যুদ্ধ মানেই যে হিংসতা আর নির্মর্মতা তা আমি মানিনা।
তোমার মেনে নেয়া আর আর না নেয়াতে কিছু এসে যায়না আকাশ। তুমি এখনো অনেক ছোট ।যুদ্ধের মত জটিল একটা ব্যাপার তোমার বোধবুদ্ধির কাছে অনেক বড়।
দাদু মানলাম আমার বোধবুদ্ধি যুদ্ধের জটিলতা বোঝার মত ক্ষমতা রাখে না কিন্তু আপনিই বলুন, কোন বোধবুদ্ধিও সহায় নিয়ে আপনারা নিরিহ মানুষ গুলোকে বাসা থেকে তুলি নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে মেরে ফেলতেন, আমাদের দেশের মা বোনদের তুলে নিয়ে গিয়ে দিনে পর দিন আটকে রেখে ধর্ষন করতেন। কি আপরাধ ছিল তাদের? একবারও ভেবেছিলেন আপনার চলে যাবার পর সে মেয়েগুলো কি হবে?

আপনারা যা করেছিলেন তার জন্য আপনাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত গোটা বাঙলী জাতির কাছে। বাঙালী প্রতিটা মা বোনের কাছে। নতুন প্রজন্মের প্রতিটা মানুষের কাছে ।

শোন আকাশ। তুমি বেশ একসাইটেড হয়ে পড়েছ।তুমি শান্ত হও। আর শুনো, আমরা সে সময় যা যা করেছিলাম তার প্রতিটি প্রদক্ষেপই ছিল ঠিক এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। এমনটা না করলে অনেক কিছুই সহজে হয়ে উছেনা। আর আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো গর্ভবোধই করি কারন আমাকে যেখানে যেখানে পাঠানো হয়েছে আমি আমার সিদ্ধান্ত দিয়ে সে সময় সকল পরিস্থিতি নিজের ফেভারে নিয়েছি।এটা একজন সৈনিক হিসাবে আমার গর্ব। আর আমার কাছে যে টা অন্যয় নয় তার জন্য ক্ষমা চাওয়া কেন? আমি কোন অন্যায় মনে করিনা সে সময়ের কোন সিদ্ধান্তকেই।

এর পর আকাশের আর কি বলার থাকতে পারে? এত বছর পর এসেও যদি লোকটির মনে সেদিনের নির্মর্মতার জন্য একটুও অনুসুচনা না জাগে তাহলে তার সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ? আকাশের কেমন সন্দেহ হলো, তাহলে কি পাকিস্তানি মানুষ গুলোর মনে এরফানের দাদুর মতই ধারনা রয়ে গেছে?

আকাশের জানা নেই। কিন্তু সামনে বসে থাকা লোকটি যে ভাবে তার অন্যায়কে গর্ভ বলে তুলে ধরল তাতে যাই হোক না কেন, ক্ষমা চাওয়ার মত মানুষিকতা এখনো তাদের মনে জন্ম নেয়নি।

আকাশ উঠে দাড়াল। লোকটার সঙ্গে কথা বলতে আর একটুও ভালো লাগছিলনা আকাশের ।

দাদু আজ আমি আসি, বলেই. আর এক মুহুত্ব দাড়ালো না আকাশ।

আকাশ বাহিরে এসে যখন দাড়ালো তখন অন্ধকার। তারায় তারায় ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব একা মনে হলো নিজেকে।খুব একা।

আকাশ যখন ডমেটরিতে পোছালো তখন আর কেও জেগে নেই। নিজের রুমে না গিয়ে সামনের বাগানে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো আকাশ। কি এমন হলো যে, এত খারাপ লাগছে আকাশের? তা সে নিজেই খুজেও খুজে পেলনা।

আসার সময় ফাহিমার সঙ্গে দেখা করে আসা হয়নি।খুব রাগ করবে সে জানে।কিন্তু কি করার ছিল তার? লোকটার কথা বলার ভঙ্গি আর সর্হ্য হচ্ছিল না। ভাবলো সকালে একটা ফোন করে দিবে।

অনেক রাত অবদি একা একা বসে রয়ল আকাশ। নিজেকে একাকীত্বতার মাঝে পেয়ে কষ্ট হচ্ছিল। ঘুমতে যেতেও ইচ্ছে করছিলনা। মনে হচ্ছিল এখনি যদি কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারি তাহলে যেন আর কষ্ট বলে কিছু থাকবেনা। তারপর হঠাৎ মনে হলো,যদি দেশে যায় তাহলে কেমন হয়? কথাটা মনে হতেই কিছুটা ভালোলাগা যেন ছোঁয়া দিয়ে গেল আকাশকে।

ঠিক করে ফেলল দেশেই যাবে।

এরপর দুদিনের মাথায় দেশে চলে যায় আকাশ। ফাহিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরের দিন সকালে, ফাহিমাই এসে হাজির হয়েছিল আকাশের রুমে।আকাশ ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল গত রাতে ওমন করে চলে আসার জন্য। ফাহিমা কিছুই বলেনি। ফাহিমা অনেক ক্ষন ছিল কিন্তু খুব কম কথা বলছিল, আকাশও তাই, দুজনেই বুঝতে পারছিল কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। দুজনেই ঝড়ের বেগ সামাল দিতে পারছেনা। ভয়ে

কথার এক ফাকে আকাশ বলেছিল আমি দেশে যাচ্ছি, দশ/পনের দিনের মধ্যে ফিরে আসব, তুমি মন খারাপ করনা। আমার ক্লাশ শুরু হবার আগে আগেই ফিরে আসব। এ শুনেও ফাহিমা কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল ভালে থেকো।

দেশে ফিরে দেখতে দেখতে দিন গুলো হাওয়ার মত যেন উড়ে যাচ্ছিল। একে সময় দেয়া, ওকে সময় দেয়া, এই করে যেন নিজের জন্যই আর সময় পাচ্ছিল না আকাশ। এদিকে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসল তাড়াতাড়ি, এর মধ্যে পাকিস্থান থেকে পাঠানো একটা খাম পেল আকাশ। চিঠির খাম। বুঝতে বাকি রয়লনা এরফান পাঠিয়েছে। আসার আগে সে বলেছি,দাদুর সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য তাদের দেশে যাবে। খামটা হাতে পেয়ে খুশিই হলো আকাশ। দাদুর সঙ্গে সেদিন যা হয়েছিল তা হয়ত এরফান পরে যেনেছে কিন্তু এই নিয়ে এরফ নের সঙ্গে কোন কথা হয়নি আকাশের।

খামাটা খুলতেই এরফানের দাদুর চিঠিটা হাতে উঠে এলো আকাশের। অত্যন্ত আবাক হলো। উনি কেন লিখবেন আমার কাছে?

ভাবতে ভাবতে আকাশ চিঠিটা পড়তে শুরু করল। উনি লিখেছেন.......

প্রিয় আকাশ,

আমার দোয়া রয়ল। আশা করি উপর ওলার কৃপায় তুমি ভালো আছ। দোয়া করি ভালো থাকো। আল্লাহতালার কাছে হাজার শুকরিয়া,তোমার কাছে লিখতে দেবার মত তোফিক দান করেছেন উনি। জানি তুমি খুব আবাক হয়েছ আমার চিঠি পেয়ে। কিন্তু তোমাকে শুধু আবাক করে দেবার জন্য লিখছিনা আকাশ। আমার মনের প্রচন্ড তাগিত থেকেই তোমাকে লিখতে বসেছি আজ।জানিনা কতটুকু গুছিয়ে তোমাকে লিখতে পারব। তোমার সঙ্গে জীবনের এমন সময় দেখা হলো যখন আমার যাবার বেলাএসে গেছে।হয়ত খুব তাড়াতাড়ি আমাকে চলে যেতে হবে এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে। অনেক দিন তো হলো! কিন্তু কষ্ট হয় নিদিষ্ট বেধেঁ দেয়া একটা সময়ের পর আমি আর থাকবনা।আমার সবাই জানি একদিন চলে যাব কিন্তু আমার এই চলে যাওয়া অন্যদের চেয়ে কত আলাদা তাই না?

বাবা আকাশ, নিশ্চয় তুমি সেই দিনের কথা আজও ভুলনি,এবং আমাকেও খুব খারাপ ভেবে বসে আছো। তোমার সঙ্গে সেদিন তর্ক হয়েছিল কিন্তু তোমাকে বোঝার মত মন তখন আমার ছিলনা বলে, সেদিন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। আমার মনে যে গর্ব ছিল তা আজ শেষ বেলাই এসে বুঝতে পারছি সে গর্বের আড়ালে কত নির্মম নিলজ্জতা লুকিয়ে আছে। আকাশ, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, নিজের জীবনের সঙ্গে আজ যখন একাত্তরের দিন গুলো মেলাই,তখন শিহরে উঠতে হয় তোমার দেশের মুক্তি বাহিনীর সাহস আর দৃঢতা দেখে।আমরা যখন তাদের ধরে নিয়ে এসে নির্মম ভাবে টর্চার করতাম কিন্তু তারপরও কোন ভাবেই মুখ খুলতনা তারা তখন একটা নিদিষ্ট সময় বেধে দিয়ে বলে দিতাম, এই সময়ের মধ্যে আমাদের কিছু না জানালে মেরে ফেলা হবে। আর আমরা করতামও তাই। একটা রুমে দশ জন থাকলে এক সঙ্গে কখনো তাদের মেরে ফেলিনি, একে একে তাদের সবার সামনেই তাদের মেরেছি। কিন্তু তার পরেও কাওকে পারিনি মুখ খোলাতে। আকাশ তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি এই সব লিখছিনে,নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে আজ যখন মনে পড়ছে সেই দিন গুলোর কথা তখন সত্যিই অন্য ভাবে ভাবতে শুরু করে মন। আসলে তোমার আগে তো কেও এমন করে আমাকে বলেনি,যেটা কে গর্ভ ভেবে কাটিয়ে দিলাম জীবন, সেটা যে কতটা ফাঁকা তা আজ বুঝতে পারছি।

আকাশ তুমি সেই দিন বলেছিলে, তোমাদের দেশের মানুষের কাছে আমাদের ক্ষমা যাওয়া উচিৎ।জানিনা আকাশ, কেও তোমার এই চাওয়া কে কতটুকু দাম দেবে। কিন্তু আমার কাছে আজ মনে হচ্ছে তোমার চাওয়ার মাঝে এতটুকু ভুল নেই। তোমাদের জাতীর কাছে আমাদের সবার ক্ষমা চাওয়া উচিত। দুই দেশে নতুন প্রজন্মে যেন আর ঘৃনা নিয়ে একে ওপরের দিকে না তাকায়।

আকাশ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়।তোমার দেশের সবার কাছেই আমি আজ ক্ষমা চায়ছি।

ভালো থেক। খোদাহাফেজ।

ইতি

তোমাদের দাদু

আকাশ চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেক ক্ষন বসে থাকল বারান্দায়। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে আজ। বাহিরে টিপ টিপ বৃষ্টির সঙ্গে ঝির ঝির করে বাতাস বয়ছে। মনটা বেশ হালকা লাগছে। একজন হলও তো সে বুঝতে পেরেছে আমাদের সঙ্গে তারা খুব অন্যয় করেছিল একদিন। এই সব ভাবতে ভাবতেই খামটা নাড়াচাড়া করছিল আকাশ,হঠাৎ মনে হলো ভেতরে কি যেন আছে? হাতটা ঢুকাতেই একটা কাগজ বেরিয়ে এলো, আকাশের বুঝতে বাকি রয়লনা এটা এরফানের চিঠি। যাক তাহলে ব্যাট ভুলে যায়নি। কিন্তু চিঠিটা খুলে আরও একাটা ধাক্কা খেল আকাশ। এরফানের চিঠি না, ফাহিমা লিখেছে

আকাশ,

নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি এখন পাকিস্তানে। আমারা সবাই এখন এখানে। দাদু মারা গেছে আজ দুদিন। উনার খুব ইচ্ছে ছিল, নিজ হাতেই তোমাকে চিঠিটা পাঠাবার কিন্তু দেখ সে আর হলো না। উনার ক্যান্সার হয়েছিল, তা উনি অনেক আগে থেকেই জানতেন কিন্তু কাওকে জানান নি। উনি আমাদের বাসাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর উনার পিড়াপিড়িতেই আমাদের সবাই কে পাকিস্তানে আসতে হয়।

তোমার সঙ্গে সেদিন দাদুর যা কথা হয়েছিল তার কিছু আমি আড়াল থেকে শুনেছিলাম, এই নিয়ে পরে দাদুর সঙ্গে কথাও হয়েছিল কিন্তু তাতে তার সে গর্বের কিছুই বদলাতে পারিনি। কিন্তু পাকিস্তানে যাবার পর, মাঝে মাঝে তোমার কথা জানতে চায়ত,তুমি যোগা যোগ কর কিনা এই সব?

মৃতুর কয়েক দিন আগে আমাকে কাছে ডেকে তার লেখা চিঠিটা হাতে ধরিয়ে বলেছিল, তুই যে করেই হোক এটা আকাশ কে পাঠিয়ে দিবি। আর দেখা হলে বলিস আমাকে যেন সে ক্ষমা করে।

আকাশ,আমি জানি দাদু ক্ষমা চায়লেই সব কিছু ফুরিয়ে যায় না। মনের মধ্যে যেটা তুমি ছোট বেলা থেকে পুশে রেখে বড় হয়েছ তা কি করে দুর করবে? তোমার মনে আছে, তুমি যে দিন জানতে পেরেছিলে আমার দাদু পাকবাহিনীতে ছিলেন, তারপর থেকে তোমার মধ্যে কি ঝড় তোলপাড় করে মেরেছে? একদিকে তুমি আমাকে কিছু বলতে পারছিলেনা আর অন্য দিকে নিজেই কষ্ট পাচ্ছিলে। তুমি আমাদের বাসায় আসা কমিয়ে দিলে কারন তুমি তোমার বিবেকের সাথে আর পেরে উঠতে পারছিলেনা। তোমাকে আমি যতটুকু যেনেছি, চিনেছি তাতে করে আমি তোমার পাশে থেকে সারা জীবনের জন্য হাত ধরে পথ চলতে চায়না আকাশ। তুমিই পারবেনা। তুমি মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারবেনা, আমারই পূর্ব পরুষের একজন তোমাদের মা বোন ভাই দের উপর কতটা নিজ্জাতন করেছে। আমাকে ভালো ভালবাসতে এলেই তোমার মনে পড়বে তোমার মা বোনদের একদিন আমারই বাবা দাদারা কি নির্মম ভাবে ধর্ষন করেছিল। আমি চায়না আমার ভালো বাসার মাঝে এক বিন্দু ঘৃনা মিশে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের পৃথিবীতে আসুক। তুমি ভালো থেকো আকাশ। হয়ত আমাদের আর দেখা হবেনা। বাবা ট্রান্সফার নিয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছেন। তুমি আমাকে ভুল বুঝনা আকাশ। আমার ভালোবাসা যেমনি ছিল তেমনি আছে এবং থাকবে শুধু কোন ঘৃনা তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা।

ইতি ফাহিমা

লাহড়

বৃষ্টির তোড় আরও বেড়েছে। আকাশ ফাহিমার চিঠিটা হাতে নিয়ে বাহিরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। আকাশের বুঝতে পারছে তার চোখ ভিজে উঠছে। কিন্তু ফাহিমা তো খুব সত্য কথাই লিখেছে।

sofiqur@hotmail.com
philippines